[illegible] AUG 198[illegible]
তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... ...

056

এস এস সি পরীক্ষার ফলাফল

গত বৃহস্পতিবার দেশের চারটি শিক্ষা বোর্ডের মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এস এস সি) পরীক্ষার ফল একযোগে প্রকাশিত হয়েছে। ঢাকা, কুমিল্লা, রাজশাহী ও যশোর এই চারটি শিক্ষা বোর্ডের অধীন এস এস সি পরীক্ষার্থীর মোট সংখ্যা ছিল ৩ লাখ ৬৬ হাজার ৩শ' ৮১ জন। এর মধ্যে ২ লাখ ৪১ হাজার ১শ' ৩৪ জন ছাত্র-ছাত্রী প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিভাগে পাস করেছে। পরীক্ষার্থীর গড় পাসের হার শতকরা ৬৫ দশমিক ৯০ ভাগ।

পরীক্ষার ফলাফল থেকে দেখা যায় যে, এবার এস এস সি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ছাত্রে সংখ্যা ছিল ২ লাখ ৫৯ হাজার ৫শ' ৯৩ জন। এর মধ্যে পাস করেছে ১ লাখ ৭২ হাজার ৪শ' ৭৯ জন। অপরদিকে উক্ত পরীক্ষায় ছাত্রীর সংখ্যা ছিল ১ লাখ ৬ হাজার ৭শ' ৮৮ এবং পাস করেছে ৬৮ হাজার ৬শ' ৫৫ জন।

এবারের এস এস সি পরীক্ষায় ছাত্র-ছাত্রীর পাসের হারে রাজশাহী শিক্ষা বোর্ড শীর্ষে এবং ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের পাসের হার তুলনামূলকভাবে কম। কিন্তু এবারের পরীক্ষার ফলাফল পর্যালোচনা করে দেখা যায়, ৪টি শিক্ষা বোর্ডের সম্মিলিত মেধা তালিকায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে যথাক্রমে রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ, ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ এবং মীর্জাপুর ক্যাডেট কলেজের ছাত্র। ক্যাডেট কলেজের বাইরে কুমিল্লা জেলা স্কুলের ছাত্র ৪র্থ স্থান অধিকার করেছে। এটা অবশ্যই লক্ষণীয় যে, দেশে ক্যাডেট কলেজের সংখ্যা খুব বেশী নয়। কিন্তু সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের সংখ্যা বেশ উল্লেখযোগ্য হলেও এবারের এস এস সি পরীক্ষায় তাদের খুব একটা উল্লেখযোগ্য স্থান নেই। ফলে অভিভাবক মহলের দৃষ্টি স্বাভাবিকভাবেই ক্যাডেট কলেজের প্রতি নিবদ্ধ হবে। কিন্তু দেশে ছাত্রের সংখ্যা যে হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে মুষ্টিমেয় ক্যাডেট কলেজে তাদের স্থান সংকুলান হবে না। পরিশেষে এটা একটা সমস্যার আকার ধারণ করতে পারে। কারণ, আমাদের অভিজ্ঞতার আলোক থেকেই এ কথা বলতে হচ্ছে যে, যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষায় ভাল রিজাল্ট করে অভিভাবকরা ছেলে-মেয়েদের সে সব বিদ্যালয়েই পাঠাতে আগ্রহী হয়। কাজেই দেশের বেসরকারী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের কথা ছেড়ে দিলেও সরকারী বিদ্যালয়গুলোতে তো শিক্ষা দানের সুযোগ-সুবিধার কোন কমতি নেই। তা হলে এ সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পিছিয়ে পড়ার কারণ কি? আমাদের মনে হয়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাদানের নিয়ম-নীতির শৈথিল্য এর কারণ।

এবার এস এস সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের কত ভাগ উচ্চ শিক্ষালাভে কলেজ জীবনে প্রবেশ করতে পারবে তাও ভাববার বিষয়। বর্তমান আর্থিক দৈন্যদশায় নিপতিত পিতা-মাতার সাধ থাকলেও হয়তো সাধ্য হবে না ছেলে-মেয়েদের কলেজে প্রবেশ করাতে। অনেক ছেলেরই হয়তো এখানে শিক্ষা জীবনের ইতি টেনে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করতে বাধ্য হবে। কিন্তু এ সব পাস করা ছাত্র-ছাত্রীদের গ্রহণ করার মত কর্মক্ষেত্র কি আমাদের আছে! কাজেই এই শিক্ষিত ছেলে-মেয়েদের কত ভাগ বেকারত্ব বরণ করবে তাও আজকে ভাবতে হবে। কারণ, ঔপনিবেশিক শিক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তন করে পেশা ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে না তুললে শিক্ষিত বেকারে দেশ ভরে যাবে।

যে সকল ছেলে-মেয়ে জীবনপাত পরিশ্রম করে এস এস সি পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে পাস করেছে, উচ্চ শিক্ষায় প্রবেশ করে তারা জাতির মুখ আরো উজ্জ্বল করবে, তাদের কাছে আমাদের রইলো এ আশা।